১৩

এক নজরে

কারেন্ট ইস্যু

ডিসেম্বর ২০০৯

বিখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা ও গেরিলা সংগঠন

৫১-৫১/এ, পুরানা পল্টন (৭ম তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৭২৩৬, মোবাইল : ০১৯১১৮৯৫৬৬৮, ফ্যাক্স : ৭১৬৪৫৫১
ই-মেইল : info@currentissuebd.com currentissuebd@gmail.com

কারেন্ট ইস্যু
আমাকে রাখে সময়োপযোগী
www.currentissuebd.com

www.WaytoJannah.Com

বিখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা ও গেরিলা সংগঠন

গোয়েন্দা সংস্থা

কে. জি. বি. (K.G.B)

Komited Gosudarstvenmoy Bespusmosti

- পূর্ব নাম ঃ 'চেকার'।
- কেজিবি নাম ধারণ ঃ ১৯৫৪ সালে।
- লক্ষ্য ঃ বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ রক্ষার্থে নানা ধরনের গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা।
- বিলুপ্তি ঃ ১৯৯১ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর।
- সদর দপ্তর ছিল ঃ জেরঝিনস্ক স্কোয়ার, মস্কো।
- KGB এর বর্তমান নাম FSB (Federal Secutiry Bureau).

সিআইএ

Central Intelligence Agency

- প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৪৭।
- লক্ষ্য ঃ বিশ্বব্যাপী মার্কিন স্বার্থ সমুন্নত রাখা।
- সদর দপ্তর ঃ ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
- পরিচালক ঃ মাইকেল হেইডেন।

১৯৪৭ সালে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডগলাস কর্তৃক স্বাক্ষরিত National Security Act' এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকে এটি ডিসিআই (Director of Control Intelligence) নামে আত্মপ্রকাশ করে। পরাশক্তি হিসেবে বিশ্বে মার্কিন স্বার্থরক্ষা এবং গোপন খবর সংগ্রহ করার লক্ষ্যে এ সংস্থা গঠিত হয়। এ সংস্থা বহির্বিশ্বে মার্কিন গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে একক পরাশক্তি হিসেবে বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশি ভূমিকা পালনে এ সংস্থা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা তৎপরতাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এরা

বিশ্বের কয়েকটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার নাম

গোয়েন্দা সংস্থার নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	দেশের নাম
ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টিলিজেন্স	NSI	বাংলাদেশ
রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং	RAW	ভারত
ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস	BSS	ব্রিটেন
রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস	RSS	রাশিয়া

www.WaytoJannah.Com

কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এ সংস্থাটি Policymaker হিসাবেও কাজ করছে। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তিত্ব হত্যার পেছনে এ সংস্থাটির হাত রয়েছে বলে বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বিশ্বব্যাপী মার্কিন স্বার্থ সমন্নত রাখা এবং গোপন খবর সংগ্রহ করাই এর মূল লক্ষ্য।

মোসাদ

- প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৪৮।
- পূর্বনাম ঃ দি ইনস্টিটিউট
- মোসাদ নামকরণ ঃ ১৯৫১ সালে।
- লক্ষ্য ঃ বিশ্বব্যাপী ইসরাইলের স্বার্থ রক্ষার্থে নানা ধরনের গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা।

১৯৪৮ সালের জুন মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিনের নির্দেশে সামরিক গোয়েন্দা-বিভাগ, বিদেশী গোয়েন্দা বিভাগ ও রাজনৈতিক বিভাগের সমন্বয়ে ইসরাইলি সিক্রেট সার্ভিস 'দি ইনস্টিটিউট' গঠন করা হয়। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে এটিকে ঢেলে সাজানো হয় এবং নামকরণ করা হয় 'মোসাদ'। 'সায়রেট মেটাকল' নামে এর একটি দুর্ধর্ষ কমান্ডো ইউনিট রয়েছে যার সদস্যগণ 'দি গাইস' নামে পরিচিত। ১৯৬৮ সালে মোসাদ সদস্যরা 'অপারেশন প্লামবোর্ট' এর মাধ্যমে বেলজিয়াম থেকে জার্মানিতে প্রেরিত ৫৫০ ব্যারেল ইউরেনিয়াম অক্সাইডসহ জাহাজ গায়েব করে নিয়ে আসে। এই ইউরেনিয়াম পরবর্তীতে ইসরাইল তার নিজস্ব আণবিক রি-অ্যাক্টরে ব্যবহার করে। ১৯৭৬ সালে এই গোষ্ঠী উগান্ডার 'এন্টেবি' বিমানবন্দর থেকে আরবদের হাইজ্যাককৃত বিমান উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ষাট হাজার ইহুদী নিধনকারী নাৎসী নায়ক আইখম্যানকে আর্জেন্টিনা থেকে নিয়ে আসে সকলের অগোচরে। মোসাদ একটি দক্ষ, সু-সজ্জিত, দুঃসাহসী ও নৃশংস গোয়েন্দা বাহিনী। ফিলিস্তিন আন্দোলন দমনে এই গোয়েন্দা সংস্থার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। মোসাদের হাতে অগণিত মানুষ নিহত হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

আমান

ইসরাইলের সেনাবাহিনীর বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার নাম আমান। তবে সংস্থাটি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার অনুচর হিসাবেই বেশিরভাগ সময় কাজ করে আসছে। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী আরব দেশসমূহ সম্পর্কে গবেষণা ও যুদ্ধ বা হামলা আশঙ্কা বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করে। সংস্থাটি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর যৌথ সহযোগিতায় পরিচালিত। বর্তমানে প্রায় ৭০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে এ সংস্থাটি পরিচালনা করছেন মেজর জেনারেল আহারন জি'ভি।

www.WaytoJannah.Com

সাভাক

ইরানের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা। ইরানে এটি 'সাজিমিন-ই-ইত্তেলা'য়াত ভা আমানিয়াত-ই-কোসবার' (National Intelligence and Security Organization) নামে পরিচিত। ইরানের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে বিভিন্ন গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহসহ ইরানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এ সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে।

এফবিআই (FBI)

Federal Bureau of Investigation

- প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯০৮।
- প্রতিষ্ঠাতা ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট।
- লক্ষ্য ঃ বিশ্বব্যাপী মার্কিন গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনার জন্য এ সংস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

ইন্টারপোল

- প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯২৩ সালে।
- সদর দপ্তর ঃ লিও, ফ্রান্স।
- সদস্য সংখ্যা ঃ ১৮৬টি।
- লক্ষ্য ঃ সদস্য দেশসমূহের পুলিশ বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করে অপরাধীদের গ্রেফতার করার ব্যবস্থা।

ইন্টারপোলের পূর্ণরূপ হল International Criminal Police Organization. এটি পুলিশের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুলিশ বাহিনীর পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংস্থা গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ সংস্থার কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ১৯৪৬ সালে এ সংস্থার কাজ শুরু হয়। বাংলাদেশ ১৯৭৬ সালে এর সদস্য হয়। এর মাধ্যমে যে কোন দেশ থেকে খুনীদের গ্রেফতার এবং বিচারের রায় কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশে প্রত্যার্পণ করা যায়।

বিশ্বের কয়েকটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার নাম

গোয়েন্দা সংস্থার নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	দেশের নাম
সেন্ট্রাল এক্সটার্নাল লেসা ডিপার্টমেন্ট	.....	চীন
গেহলেন অর্গানাইজেশন	.....	জার্মানি
ইন্টার সার্ভিস ইন্টিলিজেন্স	ISI	পাকিস্তান
সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন	CBI	ভারত

www.WaytoJannah.Com

ফেয়ারফ্যাক্স

ফেয়ারফ্যাক্স একটি বেসরকারি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা। বিশ্বব্যাপী আর্থিক অনিয়ম এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের স্বরূপ উদঘাটনের নিমিত্তে এ সংস্থা কাজ করছে।

গেরিলা সংগঠন

উলফা

United Liberation Front of Asam (ULFA) সেভেন সিস্টার্স বলে পরিচিত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীল ৭টি রাজ্যে সক্রিয়। আসামের অধিবাসীদের এ গ্রুপটি ১৯৭৯ সাল থেকে ভারতের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ করে আসছে। উলফার সামরিক শাখার নাম NELT (North Eastern Resistance Army)। উলফার সামরিক শাখার প্রধান পরেশ বড়ুয়া।

এ সংগঠন আসামের স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। তবে সংগঠনটি স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক সামর্থ ও রাজনৈতিক সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। উলফা নেতা অনুপ চেটিয়া বর্তমানে বাংলাদেশের কারাগারে আটক রয়েছে।

খেমাররুজ

এটি কম্বোডিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির গেরিলা সংগঠন। এর প্রধান ছিলেন জেনারেল পলপট। খেমাররুজ ১৯৭৫ সালে কম্বোডিয়ার ক্ষমতা দখল করে চীনা নেতা মাও সেতুং এর ন্যায় বিপ্লব পরিচালনা করতে গিয়ে অসংখ্য লোককে হত্যা করে। পরবর্তীতে ভিয়েতনামের আক্রমণে খেমাররুজরা কম্বোডিয়ায় ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করে। ১৯৯৮ সালের ৪ডিসেম্বর ৫হাজার সদস্যের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এ সংগঠন বিলুপ্ত হয়।

হামাস

হামাস প্যালেস্টাইনের একটি গেরিলা সংগঠন। এর স্থানীয় নাম হারাকাত আল-মুকাওয়ামা আল ইসলামিয়া। এ সংগঠনের উদ্দেশ্য হল একটি স্বাধীন ও ইসলামিক প্যালেস্টাইন গঠন করা। ১৯৮৭ সালে হামাসের নেতৃত্বে ইন্তিফাদাহ বা গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। হামাস ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যকার শান্তি আলোচনার বিরোধিতা করে আসছে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ ইয়াসিন। তার শহীদ হওয়ার পরে সংগঠনের প্রধান হন আবদুল আজিজ রানিতিসি। বর্তমানে হামাস ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর গাজা শহরে সরকার গঠন করেছে।

www.WaytoJannah.Com

আইরিস রিপাবলিকান আর্মি

এটি আয়ারল্যান্ডের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের একটি সংগঠন। ১৯৭২ সালে এ সংগঠন গঠিত হয় আয়ারল্যান্ডকে ব্রিটেনের শাসন থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। এ সংগঠন দীর্ঘদিন সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। তবে ১৯৯৮ সালে ব্রিটেন-আয়ারল্যান্ডের মধ্যকার শান্তিচুক্তির প্রেক্ষাপটে এ গ্রুপ অস্ত্র সংবরণ করে।

গডস্ আর্মি

এটি মায়ানমারের কারেন জনগোষ্ঠীর একটি সংগঠন। এ সংস্থার প্রধান হল লুথার হটো ও জনি নামে অল্পবয়স্ক দুইজন লোক। মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের সীমান্তবর্তী কামপালাউ এলাকায় এদের ঘাঁটি। এদের সবকিছুই রহস্যময়। এদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।

টুপাক আমারু (Tupac Amaru)

টুপাক আমারুর পূর্ণ নাম Tupac Amaru Ravolutionary Movemennt (MRTA)। এটি ল্যাটিন আমেরিকার দেশ পেরুর একটি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী গেরিলা গোষ্ঠী। পেরুতে মার্ক্সবাদী আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬০ এর দশকে। টুপাক আমারু গঠিত হয় ১৯৮৩ সালে। সোভিয়েত পতনের পরপরই পেরুর সরকার টুপাক আমারুর বিরুদ্ধে ব্যাপক দমননীতি পরিচালনা করে। এতে টুপাক আমারুর নেতা-কর্মীরা ব্যাপক আকারে ধৃত হয় এবং অনেককে মেরে ফেলা হয়। পেরু ছাড়াও প্রতিবেশী দেশ বলিভিয়ার কারাগারে এখনো অনেক টুপাক আমারুর নেতা বন্দী রয়েছে।

বিশ্বের কয়েকটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার নাম

গোয়েন্দা সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম	দেশের নাম
BOSS	দক্ষিণ আফ্রিকা
CFSID	স্পেন
সাভাক	ইরান
সপা	সৌদি আরব
নাইচো	জাপান
আমান	ইসরাইল
মুখবরাত	মিশর

www.WaytoJannah.Com

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে টুপাক আমারুর ১৪ জন কর্মী পেরুর রাজধানী লিমায় নিযুক্ত জাপানী রাষ্ট্রদূতসহ ৭২ জন হোস্টেজকে জিম্মি করে। প্রায় চার মাস পর ১৯৯৭ সালের এপ্রিলে পেরুর সামরিক বাহিনী কমান্ডো অভিযানে জিম্মিদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং টুপাক আমারুর ১৪ কর্মীকেই মেরে ফেলে। এরপর থেকে টুপাক আমারুর কার্যক্রম অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। তবে পেরু ছাড়াও পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশে টুপাক আমারুর সমর্থক রয়েছে।

এলটিটিই (Liberation Tigers of Tamil Eelam)

এর পূর্ণরূপ এটি শ্রীলঙ্কার তামিলদের গেরিলা সংগঠন। এ সংগঠনটি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গেরিলা সংগঠন হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৭৮ সালে এটি গঠিত হয়। এরা জাফনাকে কেন্দ্র করে তামিলকেন্দ্রিক স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার দাবিতে সশস্ত্র বিদ্রোহ চালিয়ে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কান সরকারের বিরুদ্ধে। এদের বিপক্ষে অনেক সময় শ্রীলঙ্কান সেনাবাহিনীকেও অসহায় অবস্থায় দেখা গিয়েছে। এ সংগঠনের নেতা ভিলুপিল্লাই সম্প্রতি সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হলে এদের শক্তি এখন নেই বললেই চলে।

হুতু ও টুটুসি

আফ্রিকার সবেচেয়ে দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধবাজ জাতি হুতু ও টুটুসি। রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি ও জায়ার এই তিন দেশে রয়েছে হুতু ও টুটুসিদের অবস্থান। জায়ারের বান্টু এবং রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডির হুতুদের তুলনায় সবখানেই টুটুসিরা নগণ্য। কিন্তু শিক্ষায় তারা খুবই উন্নত। সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী, ব্যাংক বীমা সবখানেই টুটুসিদের প্রাধান্য। রুয়ান্ডায় ১৯৯৪ সালে হুতুরা টুটুসিদের উপর আক্রমণ চালালে প্রায় ৫ লক্ষ টুটুসী মারা যায়। এর পর তারা নতুনভাবে সংগঠিত হয়ে রুয়ান্ডা আক্রমণ করে ক্ষমতা দখল করে। এখনো হুতু-টুটুসিদের বিরোধ অব্যাহত রয়েছে।

সাইনিং পাথ

ল্যাটিন আমেরিকার দেশ পেরু। বিশ্বের অন্যতম গেরিলা সংগঠন সাইনিং পাথ যা বামপন্থী কিউবা দ্বারা অনুপ্রাণিত। দর্শনের অধ্যাপক এ্যাবিমেল গেজম্যান কর্তৃক ১৯৬০ সালে একটি ক্ষুদ্র বিপ্লবী কমিউনিস্ট সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও ধীরে ধীরে এটি তার পরিধি বিস্তার করতে থাকে। বিশেষ করে '৮০ ও '৯০ এর দশকে পেরুর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জন্য এ সংগঠনটিই দায়ী। এদের টার্গেট হচ্ছে স্থানীয় মেয়র, কমিশনার, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, পুলিশ, বুর্জোয়া শ্রেণী এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এরা চায় পেরুতে একটি কিউবান বিপ্লব সংঘটিত করতে।

www.WaytoJannah.Com

(SPLO)

সুদান পিপলস লিবারেশন অর্গানাইজেশন (SPLO) সুদানের খ্রিস্টান অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চলের স্বাধীনতার জন্য ১৯৮০ সাল থেকে গ্রুপটি সশস্ত্র সংগ্রাম করছে। SPLO এর শীর্ষ নেতা জোহান গরাং। দারফুর সংঘাতের জন্য এ গ্রুপটিই দায়ী বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

মেহেদী আর্মি

ইরাকের শিয়াপন্থী মার্কিন বিরোধী গেরিলা দলের নাম মেহেদী আর্মি। ইমাম মেহেদীর নামে এ সংগঠনের নামকরণ করা হয়েছে। এর প্রধান মুক্তাদা আল সদর। ২০০৩ সালে এটি গঠিত হয়। ফালুজায় এর সদর দপ্তর।

হিজবুল্লাহ

হিজবুল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহর সৈনিক। এটি লেবাননের শিয়া মুসলিমদের গেরিলা সংগঠন। ১৯৮২ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ লেবাননে এর সদর দপ্তর। ইরান, সিরিয়া ও লেবানন গ্রুপটিকে সব ধরনের সহায়তা দেয়। হিজবুল্লাহ ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গ্রুপগুলোকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়। ২০০৬ সালে মাত্র তেত্রিশ দিনের যুদ্ধে ইসরাইলকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে।

FARC

Revolutionary Arms Force of Columbia বা ফার্ক বিশ্বের সবচেয়ে বড় মার্ক্সবাদী গেরিলা সংগঠন। ১৯৬৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলম্বিয়ায় এ গেরিলা গ্রুপটি আমাজান অধ্যুষিত এলাকায় মাদক চাষ করছে। বিশ্বের মাদক পাচারের সাথে এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফার্কের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান ম্যানুয়েল মারালানডা।

বিশ্বের কয়েকটি দেশের গেরিলা সংগঠনের নাম

ব্ল্যাক ডিসেম্বর- পাকিস্তানের একটি গেরিলা সংস্থা।
ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর- প্যালেস্টানের একটি গেরিলা সংস্থা।
ব্ল্যাক ক্যাট- ভারতের গেরিলা সংগঠন।
ব্ল্যাক প্যান্থার- যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের একটি সংস্থা।
হামাস- ফিলিস্তিনের গেরিলা সংগঠন।
রেড আর্মি- জাপানের গেরিলা সংগঠন।
M-19 কলম্বিয়ার গেরিলা সংগঠন।
আবু সায়াফ- ফিলিপাইনের মুসলিম স্বাধীনতাকামী গেরিলা সংগঠন।

www.WaytoJannah.Com

KLA

KLA এর পূর্ণরূপ Kosovo Liberation Army. এটি কসোভোর স্বাধীনতাকামী গেরিলা গ্রুপ। ১৯৯৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি কসোভোয় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে।

আবু সায়াফ

১৯৯১ সালে গ্রুপটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ফিলিপাইনের মিন্দানাও অঞ্চলের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। এদের ঘাঁটি ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপের বাসিনাল রাজ্যে।

আল আকসা মটার্স ব্রিগেড

ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী এ সংগঠনটি ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এর নাম ছিল আল আকসা ব্রিগেড। ২০০০ সালে নাম হয় আল আকসা মটার্স ব্রিগেড। ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তি বিরোধী 'ফাতাহ' গ্রুপের সদস্যরা এটি প্রতিষ্ঠা করে। লেবাননের একটি ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে এর সদর দপ্তর। ২০০১ সালে গ্রুপটি অ্যারিয়েল শ্যারনকে হত্যার চেষ্টা করে।

নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত গেরিলা গ্রুপ মাওবাদী। নেপালের এই মাওবাদী গ্রুপ NCPM এর শীর্ষ নেতা পুষ্প কমল দাহাল, ডাক নাম প্রচন্ড। '৯০ এর প্রথম দিকে সংগঠনটির জন্ম হলেও ১৯৯৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি এরা রাজতন্ত্র বাতিলের দাবিতে গৃহযুদ্ধ শুরু করে। এর শিশু সদস্যদের Red devil নামে ডাকা হয়। নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনে মাওবাদীদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে এ সংগঠনটি নেপালে ক্ষমতাসীন।

FDD

বুরুন্ডির গেরিলা গ্রুপ Force for the Defence of Democracy বা FDD. ২০০২ সালের ডিসেম্বরে শান্তিচুক্তির পর এরা অস্ত্র ত্যাগ করে।

আল ইত্তেহাদ আল ইসলামিয়া (AIAI)

সোমালিয়ায় এ গ্রুপটি ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রুপটির অন্য নাম ইসলামী ইউনিয়ন। ৯০ এর দশকে ইথিওপিয়া এবং ২০০২ সালে কেনিয়ায় বোমা হামলার জন্য এদের দায়ী করা হয়।

দুখ্‌তানে মিল্লাহ

কাশ্মীরের সক্রিয় মহিলা স্বাধীনতাকামী নারী মুজাহেদিন গ্রুপ দুখতানে মিল্লাহ। ১৯৯০ সালে ভারত সরকার গ্রুপটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে।

www.WaytoJannah.Com

পিপলস লিবারেশন আর্মি

ভারতের মনিপুরের এ গেরিলা দলটি স্ব-শাসনের জন্য তিন দশক ধরে ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ করে আসছে। মনিপুরের মায়ানমার সীমান্তবর্তী জঙ্গলে এদের ঘাঁটি।

লস্কর ই তৈয়েবা

লস্কর-ই-তৈয়েবা শব্দের অর্থ খাঁটি সৈন্য বাহিনী। কাশ্মীরের সবেচেয়ে ভয়ংকর গেরিলা গ্রুপ এটি। এর শীর্ষ নেতা লতিফ। পাকিস্তানে কয়েক বছর আগে সংঘটনটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়।

জইশ-ই-মোহাম্মদ

কাশ্মীরের মুজাহিদ গ্রুপের নাম জইশ-ই-মোহাম্মদ। এর শাব্দিক অর্থ মোহাম্মদের সৈন্য। এর প্রধান নেতা ওমর সাঈদ শেখ। মার্কিন সাংবাদিক ডানিয়েল পার্লকে হত্যার দায়ে পাকিস্তানের একটি আদালত তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়।

জেকেএলএফ (JKLF)

জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট বা JKLF কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা মকবুল বাট।

হিজবুত তাহরীর

রাশিয়া থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোতে এ সংগঠনের তৎপরতা রয়েছে। ১৯৫৩ সালে মধ্যপ্রাচ্যে সংগঠটির জন্ম। হিজবুত তাহরির- অর্থ স্বাধীনতার দল। ২০০৪ সালে উজবেকিস্তানে বোমা হামলায় ৫০ জন নিহত হওয়ার জন্য এ সংগঠনকে দায়ী করা হয়। ২০০৫ সালের ৫ এপ্রিল কাজাখাস্তান সরকার সে দেশে সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করে। বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশে এদের কার্যক্রম আছে। তবে ২০টি দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা পাবার পর ২২ অক্টোবর'০৯ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

বিশ্বের কয়েকটি দেশের গেরিলা সংগঠনের নাম

হিজবুল্লাহ্- লেবাননের গেরিলা সংগঠন

গুর্খা বলা হয় নেপালী সৈন্যদের।

ভাইকিং বলা হয় স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের জলদস্যুদের।

গোস্টাপো- হিটলারের গোপন পুলিশ বাহিনী।

ওম শিংরিকিও- জাপানের সন্ত্রাসবাদী সংস্থা

সাভাক- ইরানের শাহের গোপন পুলিশ বাহিনী।

ইনোসিস- সাইপ্রাসে আন্দোলনরত জাতি।

www.WaytoJannah.Com

নকশাল

নকশালপন্থীদের কার্যকলাপ মূলত ভারতে। এমসিসি, সিআই (এমএল-জনযুদ্ধ) এবং মাওবাদী গ্রুপটিকে নকশালপন্থী ধরা হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, বিহার, উত্তর প্রদেশে এরা সক্রিয়।

পিএলএসএ

মিয়ানমারের পালং প্রদেশে পালং স্টেট লিবারেশন আর্মি (PLSA) সক্রিয়। ১৯৯১ সালে এরা সরকারের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে এবং ২০০৫ সালে অস্ত্র জমা দেয়।

আল কায়েদা

আল কায়েদা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গেরিলা গ্রুপ। ১৯৮৯ সালে ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে সংগঠনটির জন্ম। ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হামলার জন্য আল কায়েদাকে দায়ী করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের বেশ ক'টি মুসলিম দেশে আল কায়েদার নেটওয়ার্ক রয়েছে।

ফোর্স সেভেনটিন

ফোর্স সেভেনটিন হচ্ছে লেবাননের একটি গেরিলা সংগঠন। এ সংগঠনটি মূলত : ইয়াসিন আরাফাতের নিরাপত্তা দেয়াসহ প্যালেস্টাইনের সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে নিয়োজিত। যদিও এটি লেবানন দ্বারা পরিচালিত। বর্তমানে এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৩৫০০ জন প্রায়। এরা অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও সমরযান ব্যবহারে পারদর্শী। এদের মূল ঘাঁটি গাজায়। এটি লেবাননের হিজবুল্লাহর দ্বারা পরিচালিত অন্যতম একটি গেরিলা সংগঠন।

FMLN

মধ্য আমেরিকার দেশ এলসালভেদর এর এক সময়কার বিপ্লবী গেরিলা সংগঠন FMLN. এর পূর্ণরূপ হচ্ছে- **Marti Front of National Liberation**. এটা বামপন্থী দাতা গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৮০ সালের ১০ অক্টোবরে। এই সংগঠনের অধীনে অন্যান্য গেরিলা সংগঠন গুলো হচ্ছে FL, ERP, RN, PCS এবং PRTC. ১৯৯২ সালের এক শান্তিচুক্তির মাধ্যমে সংগঠনটি এলসালভাদরের লিগ্যাল রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। অতীতে এ সংগঠনের কার্যক্রম অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক থাকলেও বর্তমানে একটি সংগঠিত রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে। যা ২০০৯ সালের ১৫ মার্চে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয় লাভ করে এবং রাষ্ট্রপতি হন সাবেক সাংবাদিক মৌরিসিও ফিউনস্।

www.WaytoJannah.Com

LRA

উগান্ডার উত্তরাঞ্চলীয় স্বাধীনতাকামী গেরিলা গ্রুপ LRA বা Lords Resistance Army. ১৯৮৫ সাল থেকে LRA সশস্ত্র সংঘাত চালিয়ে যাচ্ছে। সুদানের দক্ষিণাঞ্চলে এদের মূল ঘাঁটি।

বিশ্বের কয়েকটি দেশের গেরিলা সংগঠনের নাম

আল ফাতাহ্- প্যালেস্টাইনি গেরিলা সংস্থা।
শিবসেনা- ভারতের চরম হিন্দু মৌলবাদী দল
আল কায়েদা- ওসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের নাম।
গডস্ আর্মি- বলা হয় মিয়ানমারের সৈন্যদের
নাসাকা- মিয়ানমারের সীমান্ত বাহিনী।
মাওবাদী- নেপালের গেরিলা সংগঠন।
সাইনিং পাথ- পেরুর একটি গেরিলা সংগঠন।

মার্সেনারি বা প্রাইভেট আর্মি

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সরকার ও গেরিলা সংগঠনকে সহযোগিতা দেয়ার জন্য বিভিন্ন সংস্থা মার্সেনি বা প্রাইভেট আর্মি বা ভাড়াটে সৈন্য সরবরাহ করে শিল্পের আকারে ব্যবসা করে। কোন কোন সংস্থা 'সামরিক উপদেষ্টা' হিসেবে, কোন সংস্থা সরাসরি অস্ত্রের প্রশিক্ষণ, আবার কোন সংস্থা কৌশল নির্ধারণে সাহায্য করে। সংস্থা কি ধরনের সার্ভিস দেবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে আবেগ বা নীতিবোধের কোন গুরুত্ব নেই। যেমন- যুক্তরাষ্ট্রে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত মিলিটারী পারসোনাল রিসোর্সেস। ইনক-বলকান যুদ্ধে ক্রোয়েশিয়ান সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, বর্তমানে দিচ্ছে বসনিয়ার সেনাদের। ভাড়াটে সৈন্য যোগানদাতাদের মধ্যে বহুজাতিক কোম্পানি এক্সিকিটিভ আউটকামস (EO) বেশ পরিচিত। EO- এর প্রধান হল শ্বেতাঙ্গ শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন সেনা সদস্য ইবেন বারলো।

EO এঙ্গোলায় ইউনিটা বিদ্রোহীদের পক্ষে কাজ করেছে আবার সরকারের সাথে চুক্তি করে বিদ্রোহীদের হত্যা করেছে। এতে বোঝা যায় ভাড়াটে সৈন্যদাতারা অর্থের উপরই জোর দেয়। এঙ্গোলায় ১৫ বছরে আফ্রিকান সামরিক বাহিনী যেখানে কিছুই করতে পারেনি সেখানে EO-এর সৈন্যরা এঙ্গোলায় যাবার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় এবং শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিদ্রোহীদের দমনে EO যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে। সিয়েরালিওনে তারা অত্যন্ত সফল হয়েছে। সিয়েরালিওনের গৃহযুদ্ধে ২০ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছিল।

www.WaytoJannah.Com

১৯৯৫ সালের মে মাসে মার্সেনারি বা ভাড়াটে সৈন্য পাঠায় EO। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বিদ্রোহীদের দমন করে সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচন করে। ডিসেম্বর'৯৬ ঐ দেশের সরকারের সাথে বিদ্রোহীদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে উদ্বাস্তু ২০ লাখ মানুষের প্রায় অর্ধেক দেশে ফিরে আসে। ভাড়াটে সৈন্যদের সম্পর্কে তাদের মনোভাব ইতিবাচক। তারা চায় সৈন্যরা চিরদিনের জন্য থাকুক। তবে ভাড়াটে সৈন্য দ্বারা স্বল্পমেয়াদি প্রয়োজন পূরণ করা গেলেও ত্যাগ করতে হয় সার্বভৌমত্ব ও মূল্যবান সম্পদ। এ অবস্থায় ভাড়াটে সৈন্যব্যবসা বন্ধের কথা বলা হলেও স্নায়ু যুদ্ধোত্তর সময়ে তৃতীয় বিশ্বের সরকার সমূহকে সাহায্য করতে যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের আগ্রহ কমে যাওয়ায় এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতি নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে না পারলে এ ব্যবসা দিনে দিনে বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

স্টোলেন জেনারেশন

১৯১০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া সরকার আদিবাসী শিশুদেরকে শ্বেতাঙ্গ সমাজে একীভূত করার উদ্দেশ্যে তাদের মায়েদের নিকট হতে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিত। তাদের বক্তব্য ছিল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে ওঠা এসব প্রাপ্তবয়স্ক প্রজন্ম শ্বেতাঙ্গ সমাজে একীভূত হয়ে যাবে এবং আদিবাসী নামে পৃথক কোন জাতির অস্তিত্ব থাকবে না। এভাবে পরিবার থেকে জোরপূর্বক বিচ্ছিন্ন করা শিশুরাই 'স্টোলেন জেনারেশন' হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করেছে। মায়ের কাছ থেকে এভাবে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া মানবাধিকারের মারাত্মক লঙ্ঘন। তাই স্টোলেন জেনারেশন অস্ট্রেলিয়া সরকারের নিকট এ কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সরকার তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আদিবাসী শিশুদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে শ্বেতাঙ্গ সমাজে একীভূত করলে আদিবাসীরা ওই সমাজের সাথে একাত্ম হয়ে যাবে। ফলে কয়েক প্রজন্ম পর তাদের আর নিজস্ব কোন অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু তাদের সে ইচ্ছা আজও পূরণ হয়নি এবং কখনো পূরণ হবার নয়। স্টোলেন জেনারেশনের প্রসঙ্গটি আজ আদিবাসী ও শ্বেতাঙ্গদের কাছে একটি আবেগঘন ইস্যু যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিতর্ক। এ বিতর্ক শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়িয়েছে। তাদেরকে জোর করে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল, তাই সরকারের কাছে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করে দু'জন আদিবাসী ডারবানের আদালতে মামলা করেছিলেন। কিন্তু বিচারক এ বলে মামলাটি খারিজ করে দেন যে, তাদের দু'জনকে যে জোর করে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে-এ সম্পর্কে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব রয়েছে।

www.WaytoJannah.Com